উত্তম আখলাক-চরিত্রের গুরুত্ব ও ফযীলতঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ كَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ . الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. اِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ج يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ. صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

মুহ্তারম ঈমানদার ভায়েরা ! আজ শাওয়াল মাসের ৯ তারিখ, দ্বিতীয় জুমুআ। আজ আমরা উত্তম আখলাক-চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

ইসলাম যেমন আমাদেরকে আল্লাহর হক তথা নামায রোযা ইত্যাদির শিক্ষা দিয়েছে, অনুরূপ ভাবে, ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে, আল্লাহর মাখলূকের হকের ব্যাপারে। অর্থাৎ, তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন হওয়া দরকার। মাখলূকের হক আদায় করা ও তাদের সাথে নম্র-মধুর আচরণকে বলা হয় ‘উত্তম আখলাক’ বা ‘আদর্শ চরিত্র’।

খাঁটি মু’মিন ও আল্লাহর প্রিয়পাত্র হতে গেলে, যেমন নামায রোযা ইত্যাদি ইবাদত-উপাসনা করা জরুরী। তদ্রুপ আল্লাহর মাখলূকের হক ও তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করাও অপরিহার্য।

আমাদের মধ্যে অনেকে এমন আছে, যারা নামায রোযা ইত্যাদি ইবাদত তো করে, কিন্তু দেখা যায় মানুষের সাথে তাদের

আচার ব্যবহার ভাল নয়। কথা-বার্তা, লেন-দেন ইত্যাদির ব্যাপারে

তাদের প্রতি লোকেরা সন্তুষ্ট নয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে এমন লোকেরা কামেল মু'মিন নয়। কুরআন ও হাদীসে উত্তম আখলাক-চরিত্রের প্রতি খুবই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কামেল ঈমানের জন্য উত্তম আখলাক বা আদর্শবান হওয়া জরুরী।

সুনানে তিরমিযীর ১১৬২ নম্বর হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে যার আখলাক চরিত্র বেশি ভাল, তার ঈমান বেশি পরিপূর্ণ।

সূরা নাহ্লের ৯০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

"আল্লাহ তায়ালা ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা স্মরণ

রাখ। ” হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রযি) বলেছেনঃ এ আয়াতটি কুরআন মজীদের সবচেয়ে ব্যাপক অর্থবোধক আয়াত।

হযরত আকসাম ইবনে সায়ফী (রযি) এ আয়াতটি শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজ গোত্রের সর্দার ছিলেন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইসলাম প্রচারের সংবাদ পেয়ে নবীজি সম্পর্কে সঠিক সংবাদ নেয়ার জন্যে নিজ গোত্রের দু’জন লোককে মক্কায় পাঠিয়েছিলেন। তারা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁর পরিচয় জানতে চেয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ আপনি কে এবং আপনার দাবী কী। নবীজি বলেছিলেনঃ আমি আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ এবং আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। এরপর তিনি সূরা নাহ্লের এ আয়াতটি তাদের সামনে তিলাওয়াত করেন। তারা আয়াতটি শুনে খুবই প্রভাবিত হয় এবং নবীজিকে এ আয়াতটি পুনরায় শুনাবার আবেদন করে। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে আয়াতটি বার বার পড়ে শুনান। ফলে আয়াতটি তাদের মুখস্ত হয়ে যায়।

তারা আকসাম ইবনে সাইফির কাছে ফিরে এসে তাকে তায়াতটি শুনিয়ে দেয়। আয়াতটি শোনার পর আকসাম বলেছিলেনঃ এ আয়াত

দ্বারা বোঝা যায় যে, তিনি উত্তম চরিত্রের আদেশ দেন এবং মন্দ চরিত্র অবলম্বন করেতে নিষেধ করেন। তোমরা সকলেই তাঁর ধর্ম গ্রহণ কর। যাতে তোমরা (ইসলাম গ্রহণে) সবার আগে থাকতে পার এবং অন্যান্যদের অনুসারী হয়ে না থাক।

প্রিয় শ্রোতামণ্ডলী ! এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তিনটি কাজের আদেশ এবং তিনটি কাজ থেকে নিষেধ করেছেন। তিনটি আদেশের মধ্যে দু'টি হল عَدْل এবং اِحْسَان। 'আদল' শব্দের অর্থ ইনসাফ বা ন্যায়পরায়ণতা। 'আদল' বা ইনসাফ তিন প্রকারঃ (১) মানুষ নিজে ও আল্লাহর মধ্যে আদল। অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার হক ও তাঁর সন্তুষ্টিকে নিজের কামনা বাসনার উপর প্রাধান্য দেবে।

(২) মানুষের নিজের সাথে আদল করা। অর্থাৎ, নিজের দেহ-মনকে ধ্বংসকর জিনিস থেকে দূরে রাখবে, এমন কাজ করবে না, যা স্বাস্থের জন্য ক্ষতিকর, নিজের উপর অহেতুক বেশি দ্বায়িত্বভার না চাপাবে না, ইত্যাদি। (৩) মানুষ নিজের এবং সমগ্র মাখলূকের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে, কথা ও কাজ দ্বারা কাউকে কোন প্রকার কষ্ট দেবে না।

ইমাম কুরতুবী (রহ) তাঁর তাফসীরের মধ্যে ‘আদল’ শব্দের বিভিন্ন তফসীর বর্ণনা করার পর বলেছেনঃ যাবতীয় ভাল কাজ ও উত্তম চরিত্র অবলম্বন করা এবং মন্দ কাজ-কর্ম ও মন্দ চরিত্র থেকে বেঁচে থাকা সবই ‘আদল’ শব্দের অন্তরভুক্ত।

এ আয়াতে দ্বিতীয় আদেশ হল ‘ইহসান’ এর আভিধানিক অর্থ সুন্দর করা। এটা দু’প্রকার; (১) কাজ-কর্ম, চরিত্র ও অভ্যাসকে সুন্দর ও ভাল করা। (২) কোন ব্যক্তির সাথে ভাল ব্যবহার ও উত্তম আচরণ করা। মোটকথা, ইবাদত-উপাসনা ও যাবতীয় কাজ-কর্ম, স্বভাব-চরিত্রকে উত্তম ও সর্বাঙ্গ সুন্দর করা, মুসলিম অমুসলিম, এমন কি, জীব-জন্তু, নির্বিশেষে সকলের সাথে উত্তম ব্যবহার করা সবই ইহসানের অন্তর্ভুক্ত।

নিজের বাপ- মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী, সফরে বা যাত্রা পথে রেল,জাহাজ, বাস ইত্যাদি কোন যান বাহনে যারা পাশাপাশি বসে ভ্রমণ করে, তাই তারা মুসলিম হোক বা অমুসলিম, সকলের প্রতি সদয় ব্যবহার করা এবং নিজের কোন আচার-ব্যবহারে কাউকে কষ্ট না দেওয়ার আদেশ কুরআন ও হাদীসের বহু জায়গায় এসেছে।

ইমাম কুরতুবী (রহ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তির ঘরে তার বিড়াল খাদ্য ও অন্যান্য দরকারী বস্তু পায় না এবং যার খঁচায় আবদ্ধ পাখীর ভালভাবে দেখাশোনা করা হয় না, সে ব্যক্তি যত ইবাদত

করুক না কেন, ইহসানকারী বলে গণ্য হবে না।

যাইহোক এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে যেসব বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন, তার মধ্যে একটি বিশেষ আদেশ হল, মানুষকে তার আখলাক-চরিত্রকে উত্তম ও সুন্দর করতে হবে। বদ আখলাক বা খারাপ চরিত্র থেকে বেঁচে থাকতে হবে। তাইতো রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষকে যেমন ইবাদতের শিক্ষা দিয়েছেন, অনুরূপ ভাবে উত্তম আখলাক-চরিত্রের

প্রতি খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি ঘোষণা করেছেনঃ

بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأخلاق

“উত্তম আখলাকের পূর্ণতা দানের জন্যই আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।”

সূরা আ’রাফের ১৯৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ

“ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তুলুন, সৎকাজের আদেশ দেন এবং মূর্খ জাহেলদের থেকে দূরে সরে থাকুন।”

তফসীরে তবারীতে লেখা আছে, এ আয়াতটি যখন নাযিল হয়, তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জিবরাঈল (আঃ) কে এর মর্ম জিজ্ঞেস করেছিলেন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহর কাছ থেকে এ আয়াতের অর্থ জেনে নবীজিকে বলেছিলেন, কেউ যদি আপনার প্রতি অন্যায়-অবিচার করে, তবে আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন। যে আপনাকে কিছুই দেয় না, তাকে আপনি দান করুন এবং যে আপনার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, আপনি তার সাথেও মেলামেশা করুন।

মূর্খদের থেকে দূরে থাকার অর্থ হল, তারা যদি আপনার সাথে খারাপ ব্যবহার করে, তবে আপনিও তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করবেন না। বরং তাদের ক্ষমা করবেন এবং তাদের থেকে দূরে সরে থাকবেন।

উত্তম চরিত্র নেকীর পাল্লাকে ভারী করেঃ

সুনানে তিরমিযীর ২০০২ নম্বর হাদীসে সাহাবী আবুদ্দারদা (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বলেছেনঃ

مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ المُؤْمِنِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الفَاحِشَ البَذِيءَ

“কিয়ামতের দিন মু’মিন ব্যক্তির ওজন পাল্লায় উত্তম আখলাক-চরিত্রের চেয়ে বেশি ভারী আর কোন জিনিস হবে না। আর আল্লাহ তায়ালা অশ্লীল ও কটুভাষীকে ঘৃণা করেন।” বোঝা গেল, যে ব্যক্তি আল্লাহর মাখলূকের সাথে ভাল ব্যবহার করে, যার আচার-ব্যবহারে লোকেরা সন্তুষ্ট, কিয়মতের দিন তাদের নেকীর পাল্লা ভারী হবে।

চরিত্রবান ব্যক্তি অধিক পরিমাণ নামায-রোযা আদায়কারীর মর্যাদায় পৌঁছেযায়ঃ

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي المِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الخُلُقِ، وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ

“সদাচার বা উত্তম চরিত্র মীযান পাল্লায় সবচেয়ে বেশি ভারী হবে। চরিত্রবান ব্যক্তি উত্তম আচার-ব্যবহার ও চরিত্র মাধুর্য দ্বারা রোযাদার ও নামাযীর মর্যাদায় পৌঁছে যায়।”

সুনানে তিরমিযীর ২০০৩ নম্বরে হযরত আবুদ্দারদা (রযি) থেকে হাদীসটি বর্ণিত আছে।

সদাচার ও উত্তম চরিত্র বেশি সংখ্যক মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করায়ঃ

হযরত আবূ হুরাইয়া (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الجَنَّةَ، فَقَالَ: تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الخُلُقِ وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، فَقَالَ: الفَمُ وَالفَرْجُ

“রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন কাজটি সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তিনি বলেছিলেনঃ আল্লাহর ভয় ও উত্তম চরিত্র। তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কোন কাজটি সব চেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষকে জাহান্নমে নিয়ে যায়। তিনি বলেছিলেনঃ মুখ এবং লজ্জাস্থান। ” সুনানে তিরমিযীর ২০০৪ নম্বরে এহাদীসটি লেখা আছে।

উত্তম চরিত্র কাকে বলেঃ

বিখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ) উত্তম চরিত্রের বর্ণনা দিয়ে বলেছেনঃ হাস্যোজ্জ্বল চেহারা, উত্তম জিনিস দান করা এবং কাউকে কষ্ট দেওয়া দেওয়া থেকে বিরত থাকার নামই হল উত্তম আদর্শ। অর্থাৎ, লোকদের সাথে মেলা-মেশা বা সাক্ষাতের সময় নম্র-ভদ্র ব্যবহার ও হাসি মুখে কথা-বার্তা বলা, কেউ যদি অসহায় হয়ে যায় বা কোন বিপদের সম্মুখীন হয়, তখন তাদের সাহায্য-সহানুভুতি করা, আর কারো প্রতি এমন আচরণ না করা, যা তাদের কষ্টের কারণ হয়।

একবার এক ব্যক্তি বিশেষ কোন কারণে নবীজির কাছে আসার অনুমতি চায়, নবীজি তাকে আসার অনুমতি দিয়ে বলেছিলেনঃ লোকটি সমাজের খারাপ ব্যক্তি। তারপর যখন সে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাযির হয়, নবীজি তার সঙ্গে নম্রতার সাথে কথা বলেন। লোকটি যখন চলে যায়, তখন আম্মাজান আইশা (রযি) বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনি লোকটি সম্পর্কে বললেন, সে সমাজের খারাপ ব্যক্তি। অথচ আপনি তার সাথে নম্রভাবে কথা বললেন! তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু বলেছিলেন, হে আইশা ! যার কটু কথার কারণে লোকেরা তাকে পরিত্যাগ করে, সে হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি।

এ হাদীসটি সহীহ বুখারীর ৫৭০৭ নম্বরে হযরত আইশা (রযি) থেকে বর্ণিত আছে।

ভাই সকল ! নবীজির চরিত্র লক্ষ্য করুন, সমাজের একজন জঘণ্য লোকের সাথেও নবীজি কেমন উত্তম ব্যবহার করেছেন, ভদ্রভাবে তার সাথে কথা বলেছেন। এভাবে উত্তম চরিত্র দ্বারা তিনি মানুষের মন জয় করেছেন এবং উম্মতকে উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দিয়েছেন।

এ হাদীসে আরো একটি বিষয় লক্ষ্যনীয়, তা এই যে,নবীজি বলেছেনঃ "যার অশালীন, কটুকথা কর্কশ ভাষার কথার ভয়ে লোকেরা তাকে পরিত্যাগ করে, সে হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি।"

এ দ্বারা বোঝা যায় যে, লোকদের সাথে যার কথা-বার্তা ভাল নয়, সে কেবল লোকদের কাছেই মন্দ নয়, বরং আল্লাহ তায়ালার নিকট সে সবচেয়ে নিকৃষ্ট।

চরিত্রবান ব্যক্তি নবীজির অধিক প্রিয়ঃ

হযরত জাবির (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন।

তোমাদের মধ্যে যার আখলাক-চরিত্র ও ব্যবহার সর্ববোত্তম, তোমাদের মধ্যে সেই আমার সর্বাধিক প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন আমার অতি নিকটে থাকবে। তোমাদের মধ্যে যে লোক আমার নিকট সর্বাধিক ঘৃণ্য এবং কিয়ামতে আমার থেকে বহুদূরে অবস্থান করবে, তারা হচ্ছে বাচাল, ধৃষ্টতাকারী। সুনানে তিরমিযীর ২০১৮ নম্বরে এ হাদীসটি হযরত জাবির (রযি)থেকে বর্ণিত আছে।

আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি আমাদেরকে মাখলূকের প্রতি উত্তম আচার-ব্যবহার করার তওফীক দান করেন আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَا لَمِيْنَ